CC-8

১) গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকা পদের পার্থক্য উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও।

উত্তর:- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারায় গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকা পর্যায়ের পদগুলি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই দুই পর্যায়ের পদেই গৌরাঙ্গ দেবের প্রসঙ্গ থাকায়, আপাত দৃষ্টিতে এক মনে হলেও; তত্ত্বগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে —

(i) শ্রীচৈতন্য দেবের বাল্যজীবন ও অন্যান্য সময়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত পদগুলিকে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ বলা হয়। যেমন- গোবিন্দদাসের 'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে' পদটি।

অন্যদিকে গৌরাঙ্গদেবকে নিয়ে রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা গানের অনুরূপ ভাব ও রসের পদকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। যেমন — রাধামোহন ঠাকুরের — 'আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ' পদটি।

(ii) গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে মহাপ্রভুর রূপগুণের বর্ণনার মধ্যদিয়ে ব্যক্তিরূপ ও ঐতিহাসিক - সামাজিক গুরুত্ব দর্শনীয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে উক্ত বর্ণনার দ্বারা গৌরচন্দ্রিকায় রাধাকৃষ্ণলীলার ভাবের বিস্তারের আলোকে আধ্যাত্মিক গুরুত্ব প্রাধান্য পায়;

(iii) বিপ্রলম্ভের মাথুর বিরহের গৌরচন্দ্রিকায় মহাপ্রভুর যে রাধাভাব দেখা যায়; গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে তা সম্ভব নয়।

(iv) রসকীর্তনে কোন পালা গীত হবে, শ্রোতারা গৌরচন্দ্রিকা শুনে সহজেই বুঝে নিতে পারেন; গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের এই দ্যোতনা নেই।

(v) সাধারণ ভক্তকে রাধাকৃষ্ণের কামগন্ধহীন প্রেমের জগতে পৌঁছাতে গেলে শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্য দিয়েই; সেই লীলাকীর্তনের ভাব উপলব্ধি করতে হয়। ভক্তের মনটি শুদ্ধ করে তোলার জন্যই গৌরচন্দ্রিকার সূচনা। আর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ মহাপ্রভুর জীবনকে আলোকিত করতে রচিত।

এইসব কারণেই বলা হয় যে - গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ মাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নয়।

Scanned with CamScanner

CC - 8

২) ২ নং প্রশ্নের উত্তর →

⇒ মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকের মধ্যে চারটি বিভাগ নির্দিষ্ট আছে - বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও কবির আত্মবিবরণী, দেবখণ্ড এবং নরখণ্ড। এর মধ্যে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে কাব্যলেখার কারণ ও নিজের জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে যে সমাজমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন; তার ঐতিহাসিক ও কাব্যিক মূল্য অসাধারণ। এই বর্ণনায় মধ্যদিয়ে ভূমিরাজস্ব পদ্ধতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল —

গৌড়-বঙ্গ উৎকলের রাজা মানসিংহের আমলে ডিহিদার মামুদ সরিফের নায়েব ছিলেন রায়জাদা। এই ডিহিদার ও নায়েব নিজেদের সুনাম বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে প্রজাদের উপর অত্যাচার করতো; ভূমিরাজস্ব পদ্ধতি তারই একটি দৃষ্টান্ত। কবিকঙ্কনের আমলে আলোচ্য অংশে এই পদ্ধতির নমুনাগুলি হল —

(i) পনেরো কাঠা জমিকে কোনাকুনি মেপে এককবিঘা ধার্য করে জমির খাজনা নির্ধারণ করা হতো —

মাপে কোণে দিয়া দড়া　　পনর কাঠায় কুড়া

নাহি শুনে প্রজার গোহারি।।

(ii) পতিত বা অনাবাদী জমিকে রাজস্ব বেশি আদায় করার জন্য আবাদী জমি বলে চিহ্নিত করা ~~হতো~~ হয় বলেই কবি বলেছেন —

সরকার হইলা কাল　　খিল ভূমি লেখে লাল

(iii) রাজ কর্মচারীরা খাজনা আদায়ের নামে নিরীহ প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করতো এবং বিনা উপকারে উৎকোচ গ্রহণ করতো।

(iv) টাকা ভাঙাতে গেলে পোদ্দারকে টাকা পিছু আড়াই আনা বাটা দিতে হত এবং ধার করলে টাকা পিছু প্রতিদিন একপাই করে সুদ দিতে হত।

Scanned with CamScanner

শোষণের এই অভিনব পদ্ধতি পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে জমিদারশ্রেণীর মধ্যে নতুনরূপে দেখা দিয়েছিল। সমাজপতিদের এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই, শেষপর্যন্ত কবিরা রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

৩) * ৩নং প্রশ্নের উত্তর :→

⇒ অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়িত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, শক্তিদেবীর উপাসনাকে কেন্দ্র করে রচিত শাক্তপদাবলী বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। এই ধারায় মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার ছবি আটপৌড়ে ভাষায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কমলাকান্তের 'বিজয়া' পর্যায়ের উক্ত পদে সেই ছবিই ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য পদে উমা তিনদিনের জন্য মায়ের কাছে এসেছেন। মা মেনকা মেয়ের মুখ দেখে সব দুঃখ ভুলে ছিলেন। সপ্তমী, অষ্টমী পেরিয়ে নবমী রাত্রির আগমনে মায়ের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কারন রাত্রি অবসানের সাথে সাথেই মেয়েকে বিদায় দিতে হবে। সেজন্যই স্নেহে অন্ধ হয়ে মা মেনকা প্রার্থনা করেছেন –

ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুন তুমি, না রাখ সতের মান॥

এমনকি মা মেনকা অচেতন নবমী নিশিকে কপট ও যন্ত্রনাদায়ী বলেছেন। আবার পরক্ষনেই ব্যাকুলহৃদয়ে নবমীর নিশাবসানকে বিলম্বিত করতে নবমীর পদপ্রান্তে প্রার্থনা জানাচ্ছেন –

কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমার চরনে করি দান।
মোরে হয়ে শুভোদয়, নাম দিনমনি হয়,

সাধককবি উমাকে ভক্তিসহকারে হৃদয়ে চিরকাল ধরে রাখতে বলেছেন।

মায়ের মাতৃহৃদয়ের এই চিরন্তন ব্যাকুলতা বর্তমান দিনেও নানাভাবে প্রাসঙ্গিক। কারন –

(i) মা মেনকার মতো আজও মেয়েকে স্বামীর বাড়ি পাঠানোর আগে ও পরে নানা চিন্তায় মাতৃহৃদয় পীড়িত। মেয়েটা সুখি হবে তো! আমার কাছে আসবে তো! ভালো থাকবে তো! চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের এই রূপ সেদিনের মতো আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

(ii) সন্তানকে বিদায় দেওয়ার আগে মা মেনকার মতো আজকের মায়েরাও ভাবেন – যদি/বেশ বিদায়ের দিনটা না আসে। কারন মায়েরা কখনই চান না স্নেহময়ীকে চোখের আড়াল করতে।

Scanned with CamScanner

(iii) পৃথিবী যতই অত্যাধুনিক হোক না কেনো, আমাদের চিরন্তন প্রবৃত্তিগুলিকে এখনো গ্রাস করতে পারেনি এবং পারবেও না। সেজন্যই আজও মা প্রতিক্ষা করে থাকে সন্তানের জন্য, সর্বস্ব হারিয়ে তাদের সুখের জন্য। কঠিন সময়ে সন্তান আঘাত পেলে, যন্ত্রণাটা সহ্য করে মা। আর এখানেই মা মেনকা চিরদিনের হয়ে উঠেছেন। যদিও আজকের দিনে উন্নতপ্রযুক্তি চোখের খিদে অনেকটা মিটিয়ে দিয়েছে।

অবশেষে বলতে পারি কমলাকান্ত উক্তপদে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার যে ছবি তুলে ধরেছেন তা কালপ্রবাহে অমৃতধারার মতো প্রবাহিত হয়ে চলবে।

গঙ্গাধরপুর মহাবিদ্যামন্দির

বাংলা – সাম্মানিক

চতুর্থ সেমেস্টার

পেপার : CC-৪

পূর্ণমান – ১৫

পরীক্ষার তারিখ : ২২.০৬.২০২০

সময় : ১২:০০ – ১২.৩০

- প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লিখতে হবে।
- উত্তরপত্র গুছিয়ে রাখতে হবে।
- কলেজ খুললে তা জমা দিতে হবে।

১. গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকার পদের পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। ৫

২. কবিকঙ্কনের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে 'গ্রন্থোৎপত্তির কারন' অংশে ভূমি রাজস্ব নির্ধারন পদ্ধতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করো। ৫

৩. 'ওরে নবমী নিশি না হইওরে অবসান' – শীর্ষক পদে মাতৃহৃদয়ের যে ব্যাকুলতা তা বর্তমানকালে কতটা প্রাসঙ্গিক – আলোচনা করো। ৫

CS Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner